فقه الأولويات

ইসলামের অগ্রাধিকার নীতি

ড. ইউসুফ আল কারজাভি
সাইয়েদ মাহমুদুল হাসান
অনূদিত

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

উম্মাহর জন্য অগ্রাধিকার ফিকহ জানার প্রয়োজনীয়তা ১৭

- মুসলিম উম্মাহর জন্য অগ্রাধিকার নীতি জানার প্রয়োজনীয়তা ২৪
- অগ্রাধিকার নির্ধারণ এবং বাস্তবায়নে আমাদের সংকট ২৪
- ধর্মচর্চার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার নীতির চরম ব্যত্যয় ২৭

অগ্রাধিকার ফিকহের সাথে অন্যান্য ফিকহের সম্পর্ক ৪০

- ফিকহুল আওলাউইয়্যাতের সাথে ফিকহুল মুয়াজানাতের সম্পর্ক ৪০
- ইজজুদ্দিন বিন আবদুস সালাম (রহ.)-এর বিশ্লেষণ ৪৭
- ইহ ও পরকালীন কল্যাণ কিংবা অকল্যাণ নির্ণয়ের মানদণ্ড ৫১
- *কাওয়াইদুল আহকাম* গ্রন্থটি রচনার উদ্দেশ্য ৫১
- ফিকহুল আওলাউইয়্যাতের সাথে ফিকহুল মাকাসিদের সম্পর্ক ৫২
- ফিকহুল আওলাউইয়্যাতের সাথে ফিকহুন নুসুসের সম্পর্ক ৫৪

সংখ্যার আধিক্যের চেয়ে গুণগত মানকে অগ্রাধিকার ৫৮

জ্ঞান ও চিন্তার ক্ষেত্রে ইসলামের অগ্রাধিকার নীতি ৭৯

- আমলের পূর্বে জ্ঞানার্জনকে অগ্রাধিকার ৭৯
- পরিচালনামূলক প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রে জ্ঞান পূর্বশর্ত ৮৪
- ফতোয়ার ক্ষেত্রে জ্ঞানের অপরিহার্যতা ৮৭
- দাঈ ও শিক্ষকদের জন্য জ্ঞানের অপরিহার্যতা ৯০
- মুখস্থকরণের চেয়ে অনুধাবনকে অগ্রাধিকার ৯৩
- বাহ্যিক বর্ণনার ওপর মাকাসিদের জ্ঞানকে অগ্রাধিকার ৯৭
- তাকলিদের ওপর ইজতিহাদকে অগ্রাধিকার ৯৯
- জাগতিক বিষয়ে অধ্যয়ন ও পরিকল্পনা গ্রহণকে অগ্রাধিকার ১০২
- ফকিহদের মতামতের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের নীতিমালা ১০৪
- ইসলামের অকাট্য এবং সম্ভাব্য বিধানের মধ্যে পার্থক্য ১০৫

ফতোয়া ও দাওয়াহর ক্ষেত্রে ইসলামের অগ্রাধিকার নীতি ১১৩

- সহজতাকে কঠোরতার ওপর অগ্রাধিকার ১১৩
- মানুষের জরুরি প্রয়োজনকে মূল্যায়ন ১২২
- স্থান ও কালের পরিবর্তনে ফতোয়ার পরিবর্তন ১২৩
- তাদাররুজ বা ধারাবাহিক পদ্ধতির অনুসরণ ১২৬
- মুসলমানদের জ্ঞানচর্চাকে সংশোধন ১২৯
- গুরুত্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে কুরআনের মানহাজ অনুসরণ ১৩১

আমলের ক্ষেত্রে ইসলামের অগ্রাধিকার নীতি ১৩৪

- নিয়মিত আমলকে অনিয়মিত আমলের ওপর অগ্রাধিকার ১৩৪
- মানুষের কল্যাণের সাথে সম্পৃক্ত আমলকে অগ্রাধিকার ১৩৭
- দীর্ঘস্থায়ী কল্যাণের সাথে সংশ্লিষ্ট আমলকে অগ্রাধিকার ১৪২
- ফিতনার জামানায় নেক আমল করাকে অগ্রাধিকার ১৪৩
- অন্তরের আমলকে বাহ্যিক আমলের ওপর অগ্রাধিকার ১৪৬
- স্থান-কাল-পাত্রভেদে সর্বোত্তম আমলের মাঝে ভিন্নতা ১৫২

আদেশের ক্ষেত্রে ইসলামের অগ্রাধিকার নীতি ১৬৩

- মৌলিক বিষয়কে শাখাগত বিষয়ের ওপর অগ্রাধিকার ১৬৩
- ফরজকে সুন্নত ও নফলের ওপর অগ্রাধিকার ১৬৮
- সুন্নত ও মুস্তাহাব পালনে শিথিলতা ১৬৯
- ফরজের ওপর সুন্নত পালনকে প্রাধান্য... ১৭৩
- ইমাম রাগিব (রহ.)-এর মূল্যবান কথা ১৭৫
- ফরজে কিফায়ার ওপর ফরজে আইনকে অগ্রাধিকার ১৭৬
- ফরজে কিফায়ার মাঝে মর্যাদাগত তারতম্য ১৭৯
- আল্লাহর হকের ওপর বান্দার হককে অগ্রাধিকার ১৮০
- ব্যক্তিগত অধিকারের ওপর সামষ্টিক অধিকারকে অগ্রাধিকার ১৮৪
- ব্যক্তি কিংবা গোত্রপ্রীতির ওপর উম্মাহর স্বার্থকে অগ্রাধিকার ১৮৭
- ইসলামের বিধানাবলিতে জামাতবদ্ধ জীবনপদ্ধতির শিক্ষা ১৯১

নিষেধের ক্ষেত্রে ইসলামের অগ্রাধিকার নীতি ১৯৬

- আল্লাহকে অস্বীকারের কুফর ১৯৬
- শিরক বা অংশীদারত্বের কুফর ১৯৮
- আহলে কিতাবদের কুফর ২০০
- রিদ্দা বা ধর্মত্যাগের কুফর ২০৪
- নিফাক বা দ্বিমুখিতার কুফর ২০৭
- কুফর, শিরক ও নিফাকের মধ্যে পার্থক্য ২০৯
- বড়ো ও ছোটো কুফরির পরিচয় ২১০
- ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.)-এর বিশ্লেষণ ২১৩
- বড়ো ও ছোটো শিরকের পরিচয় ২১৬
- বড়ো ও ছোটো নিফাকের পরিচয় ২১৮
- কবিরা গুনাহ ২২০
- অন্তরের কবিরা গুনাহ ২২৩
- আদম (আ.)-এর পাপ বনাম ইবলিসের পাপ ২২৩
- অহংকার ২২৬
- হিংসা ও বিদ্বেষ ২২৭
- হিংসাত্মক কৃপণতা ২২৯
- প্রবৃত্তির অনুসরণ ২৩১
- আত্মপ্রশংসা বা আত্মতুষ্টি ২৩৩
- লৌকিকতা ২৩৩
- দুনিয়ামুখিতা ২৩৬
- সম্পদ, খ্যাতি ও ক্ষমতার মোহ ১৩৭
- অন্তরের অন্যান্য কবিরা গুনাহ ১৩৯
- সগিরা বা ছোটো গুনাহ ১৪১
- বিশ্বাস ও কর্মের বিদআত ২৫২
- শুবহাত বা সন্দেহপূর্ণ আমল ২৫৮
- মাকরুহাত বা অপছন্দনীয় আমল ২৬৬

সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রে ইসলামের অগ্রাধিকার নীতি ২৬৮

- সমাজ গঠনের পূর্বে ব্যক্তি গঠনকে অগ্রাধিকার ২৬৮
- জিহাদের পূর্বে তারবিয়াহকে অগ্রাধিকার ২৭৩

- তারবিয়াহ কেন অগ্রাধিকার পাবে ২৮১
- চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্কারকে অগ্রাধিকার ২৮৩
- ইসলামি অঙ্গনে বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধ ২৮৪
- কুসংস্কারপূর্ণ চিন্তাধারা ২৮৫
- আক্ষরিক চিন্তাধারা ২৮৫
- চরমপন্থা ও সহিংসমুখী চিন্তাধারা ২৮৫
- ওয়াসাতিয়্যাহ বা মধ্যপন্থার চিন্তাধারা ২৮৬
- ওয়াসাতিয়্যাহ দৃষ্টিভঙ্গি ধারণকারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ২৮৮
- ইসলামি আইন বাস্তবায়ন নাকি ব্যক্তি ও সমাজ গঠন ২৯৪

প্রাচীন কিতাবাদিতে অগ্রাধিকার ফিকহ ২৯৮

- ইহরাম পরিহিত অবস্থায় মাছি হত্যার প্রসঙ্গ ২৯৮
- ফিতনার যুগে সামাজিক সম্পৃক্ততা নাকি নির্জনতাকে প্রাধান্যদান ৩০০
- নিষিদ্ধ বিষয়াবলিকে বর্জন নাকি আদেশাবলির অনুসরণ ৩০২
- শোকরগুজার ধনী বনাম ধৈর্যশীল গরিব ৩০৫
- ইমাম গাজালি (রহ.)-এর দৃষ্টিতে অগ্রাধিকার ফিকহ ৩০৯
- ধনবান লোকদের শারীরিক ইবাদতের প্রতি ঝোঁকপ্রবণতা ৩১৩
- নফল হজ পালনে অর্থব্যয় প্রসঙ্গ ৩১৪
- আরও যারা অগ্রাধিকার ফিকহ নিয়ে কথা বলেছেন ৩১৫
- ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর দৃষ্টিতে অগ্রাধিকার ফিকহ ৩১৬

বর্তমান সময়ের ইসলাহি উলামাদের দৃষ্টিতে অগ্রাধিকার ফিকহ ৩২৪

- ইমাম মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহাব (রহ.) ৩২৪
- মুহাম্মাদ আহমাদ আল মাহদি (রহ.) ৩২৫
- সাইয়্যেদ জামালুদ্দিন আফগানি (রহ.) ৩২৫
- ইমাম মুহাম্মাদ আবদুহু (রহ.) ৩২৫
- ইমাম হাসান আল বান্না (রহ.) ৩২৬
- ইমাম আবুল আলা মওদূদী (রহ.) ৩৩০
- শহিদ সাইয়্যেদ কুতুব (রহ.) ৩৩০
- ওস্তাদ মুহাম্মাদ আল মুবারক (রহ.) ৩৩৪
- শাইখ মুহাম্মাদ আল গাজালি (রহ.) ৩৩৮

উম্মাহর জন্য অগ্রাধিকার ফিকহ জানার প্রয়োজনীয়তা

বর্তমান ইসলামি জ্ঞানচর্চার ধারাতে ফিকহুল আওলাউইয়্যাত (فقه الأولويات) বা অগ্রাধিকার ফিকহ একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। আমার বিভিন্ন লেখনীতে ইতঃপূর্বেই এর গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেছি। তবে বিভিন্ন কিতাবে এর আলোচনায় বিশেষভাবে *আস-সাহওয়াতুল ইসলামিয়্যাহ বায়নাল জুহুদি ওয়াত* তাতাররুফ গ্রন্থে একে 'ফিকহু মারাতিবিল আমাল' বা কর্মের স্তরবিন্যাসসংক্রান্ত ফিকহ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে এসে জ্ঞানচর্চার এ সংযোজনকে আমি 'ফিকহুল আওলাউইয়্যাত' নামে অভিহিত করেছি।

মৌলিকভাবে এর উদ্দেশ্য হচ্ছে—প্রতিটি বিষয়কে তার অবস্থান অনুযায়ী গুরুত্বারোপ করা। সেটি হুকুম-আহকাম, নীতি-নৈতিকতা কিংবা আমল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে হতে পারে। অর্থাৎ গুরুত্বের বিবেচনায় কাজের স্তরকে বিন্যস্ত করা। আর অবশ্যই সেটি হবে ইসলামের বিশুদ্ধ বর্ণনা ও নীতিমালার আলোকেই নির্ধারিত। ওহির নুরের সাথে আকলের নুরের সমন্বয়ে তা নির্ধারিত হবে। যেমনটা মহান আল্লাহ বলেছেন—

نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ-

'নুরের ওপর নুর।'[১]

সুতরাং কখনোই কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে গুরুত্বপূর্ণের ওপর এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে অধিক গুরুত্বপূর্ণের ওপর প্রাধান্য দেওয়া যাবে না। একইভাবে গ্রহণযোগ্য বিষয়কে অধিক গ্রহণযোগ্যের ওপর কিংবা নিম্নতম বা মধ্যম অবস্থানকে সর্বোত্তম অবস্থানের ওপর প্রাধান্য দেওয়া যাবে না।

বরং যা প্রাধান্য পাওয়া উচিত, তাকে প্রাধান্য দিতে হবে। আর যা কম গুরুত্বপূর্ণ, শেষ পর্যায়ে এসে তা সম্পন্ন করতে হবে। ছোটো বিষয়কে বড়ো করে দেখার যেমন সুযোগ নেই, তেমনি ভয়াবহ ও ক্ষতিকর বিষয়কে হালকাভাবে নেওয়ারও সুযোগ নেই; বরং প্রতিটি বিষয়কে তার অবস্থান ও গুরুত্ব অনুযায়ী মূল্যায়ন করতে হবে। এক্ষেত্রে কোনো প্রকার সীমালঙ্ঘন কিংবা ভারসাম্যহীনতা পরিহারযোগ্য। মহান আল্লাহ বলেন—

وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ- اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيْزَانِ- وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ-

[১] সূরা নুর : ৩৫

‘আসমানকে তিনিই সুউচ্চ করেছেন এবং দাড়িপাল্লা কায়েম করেছেন। এর দাবি হলো তোমরা দাড়িপাল্লায় বিশৃংখলা সৃষ্টি করো না। ইনসাফের সাথে সঠিকভাবে ওজন করো এবং ওজনে কম দিয়ো না।’[২]

আর তা এজন্য যে, শরিয়াহ প্রণেতার দৃষ্টিতে প্রতিটি আমল কিংবা বিধানের মাঝে ভিন্নতা রয়েছে। সকল কাজকে একই অবস্থান দেওয়া হয়নি। তন্মধ্যে কিছু আমলকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং কিছুকে কম গুরুত্বপূর্ণ করা হয়েছে। কিছু বিষয়কে মৌলিক এবং কিছুকে শাখাগত অবস্থান দেওয়া হয়েছে। কিছু আমলকে ফরজ এবং কিছুকে নফল হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

আমলের তারতম্যের বিষয়টি কুরআন ও সুন্নাহর বিভিন্ন আয়াত দ্বারাও স্পষ্ট। যেমনটা মহান আল্লাহ বলেছেন—

اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَجَاهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَايَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ- اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ وَاُولٰٓئِكَهُمُ الْفَائِزُوْنَ-

‘হাজিদের পানি পান করানো আর মসজিদে হারামের আবাদ করাকে তোমরা কি তাদের কাজের সমান মনে করো, যারা আল্লাহ ও পরকাল দিবসে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করে? আল্লাহর দৃষ্টিতে এরা সমান নয়। জালিম সম্প্রদায়কে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন না। যারা ঈমান আনে, হিজরত করে, আর নিজের জানমাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে, আল্লাহর নিকট তাঁদের বিরাট মর্যাদা রয়েছে, এরাই হলো সফলকাম।’[৩]

রাসূল (সা.) বলেন—

‘ঈমানের সত্তরের অধিক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে— লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর সাক্ষ্য দেওয়া। আর সর্বনিম্ন শাখা হচ্ছে—রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তুকে সরিয়ে ফেলা।’[৪]

সাহাবায়ে কেরাম সর্বোত্তম আমলের বিষয়ে জানার ব্যাপারে থাকতেন সর্বদা উদ্‌গ্রীব, যেন মহান আল্লাহর অধিক নৈকট্য অর্জন করা সম্ভব হয়। এজন্য দেখা যায়, সর্বোত্তম আমল কিংবা মহান আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় আমলের ব্যাপারে জানতে তাঁরা নবি করিম (সা.)-কে বেশি বেশি প্রশ্ন করতেন।

---

[২] সূরা আর-রহমান : ৭-৯

[৩] সূরা তাওবা : ১৯-২০

[৪] হাদিসটি আবু হুরায়রা (রা.)-এর সনদে অনেকেই বর্ণনা করেছেন। তবে ইমাম বুখারি (রহ.) بضع وستون শব্দ দ্বারা, ইমাম মুসলিম (রহ.) بضع وسبعون শব্দ দ্বারা উল্লেখ করেছেন। মুসলিমের অন্য বর্ণনায় بضع وستون শব্দের উল্লেখ এসেছে। এ ছাড়াও ইমাম নাসায়ি (রহ.), আবু দাউদ (রহ.) ও ইবনে মাজাহ (রহ.) তাঁদের সুনানে হাদিসটিকে উল্লেখ করেছেন।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.), আবু জর গিফারি (রা.) এবং অন্য সাহাবিদের জিজ্ঞাসাগুলোকে বিশ্লেষণ করলে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর জবাবে নবি করিম (সা.)-ও বলতেন—'সর্বোত্তম আমল হচ্ছে...' কিংবা 'আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল হচ্ছে...'[৫]

একটি বর্ণনাকে এখানে দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে—
আমর ইবনে আবাসা (রা.) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূল (সা.)-এর কাছে এসে বলল—'হে আল্লাহর রাসূল! ইসলাম কী?' জবাবে তিনি বলেন— 'আল্লাহর জন্য তোমার অন্তরের আত্মসমর্পণ করা এবং তোমার জিহ্বা ও হাতের অনিষ্ট থেকে সকল মুসলিমদের নিরাপদ রাখাই হলো ইসলাম।' তখন লোকটি বলল—'ইসলামের মধ্যে কোন কাজটি সর্বোত্তম?' নবিজি বললেন—'ঈমানের সাক্ষ্য দেওয়া।'

অতঃপর লোকটি বলল—'ঈমান কী?' নবিজি বললেন—'ঈমান হচ্ছে আল্লাহ তাঁর ফেরেশতা, তাঁর দেওয়া কিতাব, প্রেরিত রাসূলগণ এবং মৃত্যুপরবর্তী জীবনের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা।' তখন সে বলল—'ঈমানের মধ্যে কোন কাজটি সর্বোত্তম?' নবিজি বললেন-'হিজরত করা।'

অতঃপর সে বলল—'হিজরত কী?' নবিজি বললেন—'পাপ কাজ থেকে দূরে থাকা।' তখন সে বলল—'হিজরতের মধ্যে কোন কাজটি সর্বোত্তম?' নবিজি বললেন—'আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।'

অতঃপর সে বলল—'জিহাদ কী?' নবিজি বললেন—'যুদ্ধক্ষেত্রে কাফিরদের মুখোমুখি হলে লড়াই করা।' তখন সে বলল—'জিহাদের মধ্যে কোন কাজটি সর্বোত্তম?' নবিজি বললেন—'(যুদ্ধের ক্ষিপ্ততায়) রক্ত গড়িয়ে পড়া এবং কর্তিত অবস্থায় ঘোড়ার মৃত্যুবরণ।'[৬]

---

[৫] সর্বোত্তম আমল প্রসঙ্গে সাহাবিদের প্রশ্নের জবাবে নবিজির কিছু বর্ণনা নিম্নরূপ—

ক. বুখারির বর্ণনায় এসেছে, এক ব্যক্তি নবি করিম (সা.)-এর কাছে এসে বলল—'হে আল্লাহর রাসূল! সওয়াবের দিক থেকে সর্বোত্তম সাদাকা কোনটি?'

জবাবে তিনি বললেন—'সুস্থ ও কৃপণ অবস্থায় তোমার সাদাকা করা, যখন তুমি দারিদ্র্যের আশঙ্কা করবে এবং ধনী হওয়ার আশা রাখবে। সাদাকা করতে এ পর্যন্ত দেরি করবে না, যখন প্রাণবায়ু কণ্ঠাগত হবে, আর তুমি বলতে থাকবে—অমুকের জন্য এতটুকু, অমুকের জন্য এতটুকু। অথচ তা অমুকের হয়ে গিয়েছে।' বুখারি, কিতাবুজ-জাকাত : ১৪১৯

খ. আবু দাউদ, তিরমিজি ও ইবনে মাজাহ থেকে ভিন্ন বর্ণনায় এসেছে, নবি করিম (সা.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো—'কোন জিহাদটি সর্বোত্তম?'

জবাবে তিনি বলেন—أفضلُ الجهادِ كلمةُ عدلٍ عند سُلطانٍ جائرٍ.

'স্বৈরাচারী শাসকের সামনে ন্যায়সংগত কথা বলাই হচ্ছে সর্বোত্তম জিহাদ।' আবু দাউদ, কিতাবুল মালাহিম : ৪৩৪৪

গ. বুখারি ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, নবি করিম (সা.)-কে আল্লাহর সর্বাধিক প্রিয় আমল প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন—أَحَبُّ الأعمالِ إلى اللهِ أدْوَمُها وإن قَلَّ

'আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় আমল হলো—যা সদাসর্বদা নিয়মিত করা হয়, যদিও তা অল্প হয়।' বুখারি, কিতাবুল-লিবাস : ৫৮৬১। মুসলিম, কিতাবু সালাতিল মুসাফিরিন ওয়া কাসরিহা : ১৭১৩

[৬] আল মুনজিরি (রহ.) *আত-তারগিব ওয়াত তারাহিব* গ্রন্থে উল্লেখ করেন, হাদিসটি ইমাম আহমাদ (রহ.) বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করেছেন। হাদিসের বর্ণনাকারীরা প্রত্যেকে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত।

ইমাম হায়সামি (রহ.) বলেন—'হাদিসটি ইমাম আহমাদ ও ইমাম তাবরানি (রহ.) বর্ণনা করেছেন। আর এর রাবিগণ বিশুদ্ধতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ।'

জ্ঞান ও চিন্তার ক্ষেত্রে ইসলামের অগ্রাধিকার নীতি

আমলের পূর্বে জ্ঞানার্জনকে অগ্রাধিকার প্রদান

ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার নীতি হচ্ছে—আমলের পূর্বে জ্ঞানার্জনকে প্রাধান্য দেওয়া। কোনো বিষয়কে জানার পরেই মূলত তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হয়। কারণ, অর্জিত সে জ্ঞান মানুষের কাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। এক হাদিসে মুয়াজ (রা.) বলেন—

اَلْعِلْمُ اِمَامُ وَالْعَمَلُ تَابِعُهُ-

'ইলম বা জ্ঞান হচ্ছে ইমামের মতো। আর আমল হচ্ছে তার অনুসারী।'[৭]

বিষয়টির গুরুত্বের কারণে ইমাম বুখারি (রহ.) তাঁর *জামিউস-সহিহ* গ্রন্থের ইলম অধ্যায়ে এ সংক্রান্ত একটি পরিচ্ছেদকে সন্নিবেশ করেছেন এবং তার শিরোনাম দিয়েছেন—باب: العلم قبل القول والعمل। অর্থাৎ 'কথা ও কাজের পূর্বে জ্ঞানার্জনসংক্রান্ত পরিচ্ছেদ।'

সহিহ বুখারির ব্যাখ্যাকারগণ উল্লেখ করেন—এ শিরোনাম দ্বারা ইমাম বুখারি (রহ.) বোঝাতে চেয়েছেন, কোনো কথা কিংবা কাজ গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য সে সম্পর্কিত জ্ঞান থাকাটা পূর্বশর্ত। সুতরাং প্রথম পর্যায়ে জ্ঞানার্জন করতে হবে। কারণ, তা নিয়তকে পরিশুদ্ধ এবং কাজকে বাস্তবায়নের সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করে।

তারা আরও বলেন—কিছু মানুষ জ্ঞানার্জনের প্রয়োজনীয়তাকে হালকাভাবে নেয়। অজ্ঞতাকে লালন করে নানা প্রকারের আমল বাস্তবায়নের প্রয়াস চালায়। আমলের গ্রহণযোগ্যতার সাথে জ্ঞানের গভীর সম্পর্কের বিষয়টিকে উপেক্ষা করে। তাদের সতর্ককরণের উদ্দেশ্যেই মূলত ইমাম বুখারি (রহ.) এমন শিরোনামে অধ্যায়ের নামকরণ করেছেন।

ইমাম বুখারি (রহ.) তাঁর শিরোনামের সমর্থনে বেশ কিছু আয়াত ও হাদিসকে উপস্থাপন করেছেন। যেমন : মহান আল্লাহ বলেন—

فَاعْلَمْ اَنَّهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ-

'অতএব জেনে রাখো, নিঃসন্দেহে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আর তুমি ক্ষমা চাও তোমার ও মুমিন নারী-পুরুষদের ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য।'[৮]

---

[৭] ইমাম ইবনে আবদুল বার (রহ.) এবং অন্যরা বর্ণনাটি মুয়াজ (রা.) থেকে মারফু ও মাওকুফ সনদে উল্লেখ করেছেন। তবে মাওকুফ হওয়ার বিষয়টি অধিকতর বিশুদ্ধ বলে প্রমাণিত।

[৮] সূরা মুহাম্মাদ : ১৯

আয়াতে মহান আল্লাহ তাঁর রাসূল (সা.)-কে প্রথমত তাওহিদের ব্যাপারে জ্ঞানার্জনের আদেশ করেছেন। অতঃপর দ্বিতীয় ধাপে এসে আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনার কথা বলেছেন, যা মূলত আমলের জন্য নির্দেশনাস্বরূপ। এখানে নবিজিকে সম্বোধন করা হলেও তা পুরো মুসলিম উম্মাহকে অন্তর্ভুক্ত করে।

অন্য আয়াতে তিনি বলেন—

إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَآءُ-

'নিশ্চয় বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানবানরাই মহান আল্লাহকে ভয় করে।' [৯]

আয়াতের বক্তব্য হচ্ছে—জ্ঞানই মানুষের মধ্যে আল্লাহভীতির সৃষ্টি করে। মানুষকে কাজের প্রতি অনুপ্রাণিত করে।

হাদিসের মধ্যে রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন—

مَنْ يُّرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ-

'মহান আল্লাহ যার কল্যাণ কামনা করেন, তাকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করেন।'[১০]

কেননা, যখন সে সঠিকভাবে জানতে পারবে, অতঃপর সঠিকভাবে তা মানতে পারবে। আর সর্বোত্তম আমলের মাধ্যমেই কল্যাণ অর্জন সম্ভব।

আমলের ওপর জ্ঞানার্জনের অগ্রাধিকারবিষয়ক এ মূলনীতিটি কুরআনের প্রথম নাজিলকৃত নির্দেশনা থেকে সহজেই অনুধাবন করা যায়। প্রথম নাজিলকৃত আয়াত হচ্ছে—

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ-

'পড়ো তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।'[১১]

আর পড়া হচ্ছে জ্ঞানার্জনের প্রথম ধাপ।

অতঃপর আমলের নির্দেশনা দিয়ে নাজিল হয়েছে—

يَآاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ- قُمْ فَاَنْذِرْ- وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ- وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ-

'হে বস্ত্রাবৃত! ওঠো, অতঃপর সতর্ক করো। আর তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো। আর তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র করো।'[১২]

সুতরাং আমলের পূর্বে জ্ঞানার্জন সর্বদা প্রাধান্য পাবে। কারণ, তা আকিদাগত বিষয়ে নানা বিভ্রান্তি থেকে হককে পৃথক করে নিতে সহযোগিতা করে। ইবাদতের ক্ষেত্রে সুন্নাহ ও বিদআতের মাঝে

---

[৯] সূরা ফাতির : ২৮

[১০] বুখারি, কিতাবুল ইলম : ৭১

[১১] সূরা আলাক : ১

[১২] সূরা মুদ্দাসসির : ১-৪

পার্থক্য বুঝতে সহযোগিতা করে। মুয়ামালাতের ক্ষেত্রে সহিহ ও ফাসিদ আমলের মাঝে পার্থক্য জানতে পারস্পরিক আচারবিধি ও লেনদেনের ক্ষেত্রে হালাল ও হারামের মাঝে পার্থক্য জানতে সহযোগিতা করে। আখলাকের ক্ষেত্রে, ভালো কাজ ও মন্দ কাজের মাঝে পার্থক্য জানতে সহযোগিতা করে। নীতিমালা নির্ধারণের ক্ষেত্রে মাকবুল ও মারদুদ আমলের মাঝে পার্থক্য জানতে সহযোগিতা করে। সর্বোপরি প্রতিটি কথা ও কাজে ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের মানদণ্ডকে তারা অনুধাবন করতে পারে।

এর গুরুত্বের কারণে আমাদের পূর্ববর্তী আলিমগণ তাঁদের অসংখ্য কিতাবাদিকে 'কিতাবুল ইলম' বা 'ইলম অধ্যায়' দিয়ে সূচনা করেছেন। যেমনটা ইমাম গাজালি (রহ.) রচিত বিখ্যাত *ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন* ও *মিনহাজুল আবিদিন* গ্রন্থদ্বয়ে পরিলক্ষিত হয়। এ ছাড়াও হাফিজ *আল মুনজিরি* (রহ.) কিতাবুল ইলমকে প্রথমদিকে স্থান দিয়েছেন। তবে নিয়ত, ইখলাস ও কুরআন-সুন্নাহ অনুসরণের গুরুত্ববিষয়ক হাদিসসমূহকে বর্ণনার পর তিনি এ অধ্যায়ের উল্লেখ করেছেন।

ফিকহুল আওলাউইয়্যাত বা ইসলামের অগ্রাধিকার নীতির (যা এ গ্রন্থের মূল আলোচ্য বিষয়) যথার্থ অনুসরণের ক্ষেত্রেও জ্ঞানার্জনের অপরিহার্যতা রয়েছে। এর মাধ্যমেই আমরা জানতে পারি—কোন কাজটিকে কোন কাজের ওপর প্রাধান্য দিতে হয়। অগ্রাধিকারের এ জ্ঞান যদি আমাদের না থাকে, তবে প্রতিটি কর্মে অসামঞ্জস্যতা প্রকাশ পাবে।

খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহ.) কতই-না চমৎকার বলেছেন—

> 'যে ব্যক্তি না জেনে কোনো কাজ করে, তার মাধ্যমে কল্যাণের চেয়ে ক্ষতির পরিমাণ বেশি সংঘটিত হয়।'[১৩]

মুসলিম কিছু দল-উপদলের মাঝে এ বিষয়টি স্পষ্টরূপে দেখা দেয়। নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, আল্লাহভীতি কিংবা জজবার ক্ষেত্রে তাদের কোনো কমতি থাকে না। শুধু ইসলামের সঠিক জ্ঞান ও উপলব্ধির অভাবে তারা বিচ্যুতির দিকে ধাবিত হন।

---

[১৩] পড়ুন : ইবনে আবদুল বার, *জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি*, *দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ*; বৈরুত, ১ম খণ্ড, পৃ.-২৭